আমাদের সময়

তারিখ ... 08 SEP 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১১ ... কলাম ... ৪ ...

পাঁচ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

শিক্ষার মান নিশ্চিত করতে না পারায় এবং সাময়িক অনুমতিপত্রের শর্ত পূরণে ব্যর্থ হওয়ায় ৫ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। তবে এগুলোর মধ্যে একটি বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চ আদালতের রায় নিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম পুনরায় চালু করেছে বলে জানান তিনি। গতকাল সোমবার জাতীয় সংসদে প্রশ্নোত্তর পর্বে জাতীয় পার্টির সদস্য এমএ হান্নানের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী এসব তথ্য দেন।

মন্ত্রীর দেওয়া তথ্যানুযায়ী বন্ধ ঘোষিত এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ৩

পাঁচ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হলো– কুমিল্লা ইউনিভার্সিটি, পুণ্ড্র ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, আমেরিকা বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি, কুইন্স ইউনিভার্সিটি ও সেন্ট্রাল উইমেন্স ইউনিভার্সিটি। এর মধ্যে সেন্ট্রাল উইমেন্স ইউনিভার্সিটি উচ্চ আদালতে মামলা করে নিজেদের পক্ষে রায় পাওয়ার পর সরকার কর্তৃক এসআরও প্রত্যাহার করায় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০ অনুযায়ী শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এছাড়া পুণ্ড্র ইউনিভার্সিটি এবং কুইন্স ইউনিভার্সিটি নিজেদের পক্ষে রায় পেলেও এখন পর্যন্ত শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করার অনুমতি পায়নি। আমেরিকা বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি সরকারের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে রিট করে স্টে অর্ডার নিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। তবে কুমিল্লা ইউনিভার্সিটি কোনো কার্যক্রম পরিচালনা করছে না। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং ইউজিসির যৌথ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বন্ধ ঘোষিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার্থীদের ভর্তির যোগ্যতা থাকাসাপেক্ষে অনুমোদনপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অধ্যয়নের সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েছে ৬৮ শতাংশ

সংরক্ষিত আসনের এমপি আমিনা আহমেদের লিখিত প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী জানান, বিগত ২০১০ সালে মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৬২ লাখ ১৩ হাজার ২৪৪ জন। ২০১৫ সালে তা বেড়ে হয়েছে ১ কোটি ৪ লাখ ৬০ হাজার ৮৯৩ জন। অর্থাৎ বিগত ৫ বছরে মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েছে ৪২ লাখ ৪৭ হাজার ৬৪৯ জন। এছাড়া ২০১০-১১ থেকে ২০১৪-১৫ অর্থবছর পর্যন্ত ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ে প্রায় ১ কোটি ৯১ লাখ ৬৬ হাজার ৭৯৪ শিক্ষার্থীকে প্রায় ৩ হাজার ৩২৮ কোটি ৮৪ লাখ ৩০ হাজার টাকা উপবৃত্তিসহ আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে।

প্রাথমিকে ঝরে পড়ার হার ২১ শতাংশ

সরকারদলীয় সদস্য মামুনুর রশীদ কিরণের প্রশ্নের জবাবে প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান ফিজার জানান, প্রাথমিক স্তরে প্রতি ১০০ জনে ২১টি শিশু ঝরে পড়ে। মন্ত্রী বলেন, বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত শিশুর সংখ্যা ১ কোটি ৯৫ লাখ ৫২ হাজার ৯৭৯ জন। ভর্তির হার ৯৭ দশমিক ৭ শতাংশ আর ঝরে পড়ার হার ২০ দশমিক ৯ শতাংশ।